X ফাইল

■ সৌদি আরবে ২টি বাড়ি
■ করাচিতে ১টি বাড়ি
■ প্যারীদাস রোডে ১টি বাড়ি
■ তেজকুনিপাড়ায় সাড়ে ৩ একর জমি
■ বনানীতে ১০ কাঠা জমি
■ ১টি বাড়ি এবং ■ ৬০০ বিঘা জমির মালিক

শর্ষিনার পীরের জালিয়াতি

পীর- পেশা হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। কোটি কোটি টাকা আয় হয় বিনা শ্রমে। কোনো আয়কর দিতে হয় না সরকারকে। শুধু তাই নয় শর্ষিনার পীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নামে-বেনামে, বৈধ-অবৈধ সকল পৈত্রিক সম্পত্তির স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করছেন ভাইবোনদের। তৈরি করেছেন জাল দলিল... লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

শর্ষিনার বর্তমান পীর শাহ্ মোঃ মোহেব্বুল্লাহ ১৯৭৪ সালে শর্ষিনা (ছারছিনা) মাদ্রাসা থেকে কামিল (টাইটেল) পাস করেছেন। শুধু পাস নয়, মাদ্রাসা বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম দিকেই তার নাম ছিল। অবশ্য পীর সাহেবকে কষ্ট করে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয়নি। তার পরীক্ষাগুলো দিয়েছিলেন শর্ষিনা মাদ্রাসার বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল মুফতি আমজাদ হোসেন (তৎকালীন প্রভাষক)। কেবলমাত্র কামিল নয়– দাখিল, আলিম এবং ফাজিল কোনো পরীক্ষাই পীর সাহেব নিজে দেননি একথা শর্ষিনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার মুখে মুখে। পীরের ভগ্নিপতি ড. আ র ম আলী হায়দারও বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেন।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্যে মো: মোহেবুল্লাহ'র সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি ঢাকায় অবস্থান করেও বারবার ২০০০'কে এড়িয়ে যান।

১৯৯০ সালের ১ মার্চ শর্ষিনার তৎকালীন পীর মাওলানা আবু জাফর মোঃ সালেহ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তারপর পীর হন প্রয়াত পীরের ছোট ছেলে মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ। পীর শাহ্ মোঃ মোহেব্বুল্লাহর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জালিয়াতি এবং স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে, '৭১-এ হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকানপাট লুট, অগ্নি সংযোগ এবং তাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাতের অভিযোগ উঠেছে। পীরের বোন, ভগ্নিপতি এবং ভাগ্নেরা তাদের পাওনা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগে পীরের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা ঠুকে দিয়েছে। পীরের মেজ বোন আতিকা বেগম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'আমার বাবা মারা যাওয়ার আগে কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। এখানে পীর হওয়ার কথা ছিল আমার বড় ভাই মাসুম বিল্লাহ অথবা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তির। কিন্তু মোহেব্বুল্লাহ দাদা (ভাই) ষড়যন্ত্র করে তার শ্বশুর ফুরফুরার পীর আব্দুল কাহার সিদ্দিকী এবং মামা দাউদ

ওরাল গিফট দেখিয়ে বনানী রাজউকের প্লট ২টি নিজের নামে লিখে নিয়েছেন পীর মোহেবুল্লাহ

চৌধুরীর সহায়তায় নিজেকে পীর হিসেবে ঘোষণা করেন।'

পীরের বোন আতিকা বেগম আরো জানান, 'তিনি নিজেকে পীর ঘোষণা করে বাবার রেখে যাওয়া শতাধিক কোটি টাকার সম্পত্তির সবই নিজে হস্তগত করেন, অদ্যাবধি ওয়ারিশদের পাওনা বুঝিয়ে দেয়নি। বরং আমার বাবার স্বাক্ষর নকল করে জাল কাগজপত্র তৈরি করে আমাদের বঞ্চিত করার আয়োজন চালিয়ে যাচ্ছে।'

ল্যান্ড লর্ড পীর

বর্তমান পীরের ভগ্নিপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আ.র.ম আলী হায়দার ২০০০কে জানান, 'শর্ষিনার সাবেক পীর (আমার শ্বশুর) অনেক সম্পত্তির মালিক ছিলেন যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। জিয়ার সময় একটি আইন হয় কোনো একক ব্যক্তির নামে ১০০ বিঘার ওপরে জমি থাকতে পারবে না। তারপর আমার শ্বশুর বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত জমি ২ ছেলের নামে, খানকার নামে, তার স্ত্রীর নামে– এমনকি তার শ্যালকের নামেও রেজিস্ট্রি করান। বিভিন্ন নামে দেয়া হলেও তিনি সব জমি ভোগ করতেন। তিনি মারা যাওয়ার সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৬০০ বিঘার বেশি জমি রেখে গেছেন। যার সবটাই এখন তার ছোট ছেলে বর্তমান পীর ভোগ করছেন। এবং বিভিন্ন জাল কাগজপত্র তৈরি করে সেগুলো বিক্রি করে দিয়ে নিজে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছেন। বোনদের তো চরমভাবে ঠকিয়েছেনই, একমাত্র বড় ভাইকেও সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন, এমনকি তার খাওয়া-পরা বা হাত খরচের জন্য একটি টাকাও দিচ্ছেন না।'

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবর থেকে জানা যায় পিরোজপুরের জগৎ পট্টী, জগন্নাথ কাঠী এবং শর্ষিনা মৌজায় পীর সাহেবের নামে বেনামে ৪০০ বিঘার মত জমি আছে। এর মধ্যে কয়েকশ' বিঘা হিন্দুদের কাছ থেকে '৭১-এ দখল করা। এছাড়া বরিশাল, পটুয়াখালী, কায়াকাটাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে ২০০ বিঘার মত জমি। বরিশাল শহরে পীর সাহেবের রয়েছে একটি রাজকীয় প্রাসাদ। ঢাকার তেজকুনি পাড়া মৌজায় আছে ৩ একর ৯ শতাংশ জমি, বনানী আবাসিক মডেল টাউনে ১০ কাঠা এবং প্যারি-দাস রোডে একটি বিশাল বাড়ি।

দেশের বাইরে সৌদি আরবের মদিনায় ২টি এবং করাচিতে ১টি বাড়ির কথা জানা গেছে। তবে করাচির বাড়িটি বর্তমান পীর বেচে দিয়েছেন কিন্তু ওয়ারিশদের ভাগ দেননি। প্রয়াত পীর সাহেব মৃত্যুর আগে ২০০ তোলার মত গচ্ছিত সোনা রেখে গেছেন, তাও বর্তমান পীর এককভাবে আত্মসাৎ করেছেন এ অভিযোগ তার বোন, ভগ্নিপতিদের।

এ গেল প্রয়াত পীরের রেখে যাওয়া সম্পত্তি। এ সম্পদ প্রতিদিনই বাড়ছে। শুধুমাত্র ভক্ত মুরিদানদের দান থেকেই শর্ষিনার পীরের প্রতি বছরের আয় ১০ কোটি টাকার বেশি। সরকারকে কখনোই কোনো ট্যাক্স দেন না তিনি।

বর্তমান পীর নিজের বসবাসের জন্য সম্প্রতি শর্ষিনায় তৈরি করেছেন বিলাসবহুল শর্ষিনা টাওয়ার। ৪ তলা এই দালানটি তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ দামী পাথর দিয়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পীরের ৫০টিরও বেশি বাড়ি রয়েছে যেগুলো খানকা নামে পরিচিত। পীর ঐ সব এলাকায় গেলে ঐ খানকাগুলোতে থাকেন। সুবিধা হচ্ছে খানকার জমি, ঘর তৈরির খরচ এবং রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় খরচ সারা বছরই স্থানীয় ভক্তরা নির্বাহ করে থাকেন।

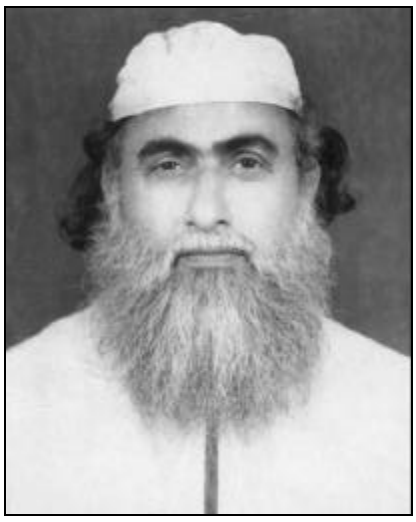

শর্ষিনার বর্তমান পীর মোহেবুল্লাহ'র বাবা আবু জাফর মো: সালেহ। '৭১-এর পাক বাহিনীর সহযোগী। মানুষ মেরেছেন, হিন্দুদের সম্পদ লুট করেছেন। ফতোয়া দিয়েছিলেন 'হিন্দুদের সম্পত্তি গণিমতের মাল'। এই পীরকে মুক্তিযোদ্ধা জিয়া দিয়েছিলেন স্বাধীনতা পদক, এরশাদও দিয়েছিলেন স্বাধীনতা পদক

রাজাকার পায় স্বাধীনতা পদক

শর্ষিনার সাবেক পীর মাওলানা আবু জাফর মোঃ সালেহ দুই বার স্বাধীনতা পদক পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি স্বরূপকাঠিতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলেন তা অন্য এলাকার মানুষ না

এরশাদের কাছ থেকে এই প্লটটি পেয়েছিলেন প্রয়াত পীর

জানলেও তিনি স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন তা সকলেরই জানা। স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল ৮ম খন্ডে শর্ষিনার পীরের বর্বরতার সামান্য উল্লেখ আছে। পীরের বাহিনী কর্তৃক লাঞ্ছিত স্বরূপকাঠির ভারতী রানী বসুর বর্ণনায় লেখা হয়েছে।

'৬ মে পাকিস্তানী বাহিনী স্বরূপকাঠিতে আসে। সেখান থেকে থানায় যাবার পথে শর্ষিনার পুল থেকে সাহাপাড়া পর্যন্ত সব বাড়ি-ঘর দোকানপাটে প্রথমে লুটপাট চালায়। তারপর জ্বালিয়ে দেয় আগুন। পর পর সাতদিন ধরে চলে ঐ এলাকার ৩০টি হিন্দু গ্রাম জুড়ে এই বর্বরতা। লুটকৃত সব মালামাল চলে আসত শর্ষিনার পীরের গুদামে। হিন্দু মা-বোনদের পাক সেনারা ধর্ষণ করে নির্বিচারে। পাকবাহিনীর সাথে লুটতরাজে অংশ নেয় শর্ষিনা মাদ্রাসার ছাত্ররা এবং পীরের অনুসারীরা। এই মোল্লা বাহিনীটিকে নেতৃত্ব দেন বর্তমান পীর মোঃ মোহেব্বুল্লাহ। তখন তার বয়স ছিল ২২ বছর। পীর সাহেব তখন ঘোষণা করেছিলেন, 'হিন্দুদের সম্পত্তি গনিমতের মাল, ঐ সম্পদ দখল করা হালাল।'

স্বরূপকাঠির প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা কেন্দ্র ইন্দেরহাটে বড় বড় হিন্দু মহাজনরা ব্যবসা করত। পীরের নির্দেশে বাজারটি মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়। পাকসেনা এবং মোহেব্বুল্লাহ বাহিনী ৬ দিক থেকে একযোগে ইন্দেরহাটে হামলা চালায়। দোকানের মালামাল, টাকা, গচ্ছিত সোনা, রুপা সব লুট করে শর্ষিনায় নিয়ে যাওয়া হয়। একটি সূত্র জানায়, ঐদিন হিন্দুদের কাছ থেকে ১৮০ তোলা সোনা লুট করা হয়। এছাড়া ২৫ মণ তামাক পাতা, ৩ শতাধিক শাড়ি, প্রচুর পরিমাণ দামি সিঁদুর কাঠ লুট করে শর্ষিনার

শর্ষিনা মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন গড়ে তোলা হয়েছে হিন্দুদের কাছ থেকে দখল করা জমিতে

গুদাম ভর্তি করা হয়। লুটকৃত সোনা মাটিতে পুঁতে তার ওপর নারিকেল গাছ লাগিয়েছেন মোহেব্বুল্লাহ।

স্বরূপকাঠিতে 'আট ঘর- কুরিয়ানা' নামে একটি বিশাল পেয়ারা বাগান আছে। যেটিকে দেশের সবচেয়ে বড় পেয়ারা বাগান মনে করা হয়। এখানকার পেয়ারা যেমন বড় তেমন সুস্বাদু। এই পেয়ারা বাগানে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি। পাক ও পীর বাহিনী মিলে গাছ কেটে আগুনে পুড়িয়ে বাগানটি ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রতিরোধে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস শর্ষিনা পীরের বাড়ি ছিল পাক বাহিনী ও রাজাকারদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। সেখানে মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্র তুলে দেয়া হত মুক্তিযোদ্ধাদের খুন করতে। এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ থেকে স্বরূপকাঠি থানা অফিসটি রক্ষার জন্য পীরের বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় শর্ষিনা বাহিনীর নির্যাতনে শত শত হিন্দু পরিবার সম্পত্তি ফেলে ভারতে অথবা অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। হিন্দুদের ফেলে যাওয়া জমির দখল নেয় পীর। পরবর্তীতে নানা জালিয়াতির মাধ্যমে জমিগুলো নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেয়। শর্ষিনা মাদ্রাসার মূল একাডেমিক ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা বর্তমানে হিন্দুদের জায়গায়। এসব কারণে শর্ষিনার আশপাশের মানুষ তাদের পছন্দ করেন না।

যে সব হিন্দুর জমি পীর দখল করেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, শর্ষিনা মৌজার ১২৫ নং খতিয়ানের গণেশ চন্দ্র সমাদ্দার, সতীশ চন্দ্র সমাদ্দার, হিরা লাল সমাদ্দার, নীল রতন সমাদ্দার, নকুল চন্দ্র সমাদ্দার, মেহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, ১৩২/১ খতিয়ানের ময়না বিবি এবং ৫৫/১ খতিয়ানের শান্তিরঞ্জন গুহ প্রমুখ। চিহ্নিত এই স্বাধীনতা বিরোধীকে স্বাধীনতার মাত্র ৯ বছর পরে ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমান জনসেবার জন্য স্বাধীনতা পদক দেন। এরপর ১৯৮৫ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য এরশাদ তাকে আবার স্বাধীনতা পদক দেন।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন

দেশের প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরুর আগে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক। শর্ষিনা এবং তাদের অনুসারীদের মাদ্রাসাগুলোতে দেশের জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে গাওয়া হয় তাদের নিজেদের মনগড়া সঙ্গীত। সঙ্গীতটি পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের আদলে তৈরি। যার শুরু এভাবে– 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।' এই সঙ্গীতটির রচয়িতা রাজাকার মাওলানা মান্নানের পত্রিকা দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক কবি রুহুল আমিন খান।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা

পীর সাহেবের মেজ বোন আতিকা বেগম পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অবশেষে আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন।

সম্প্রতি তিনি তার ভাই বর্তমান পীর মোহেব্বুল্লাহকে প্রধান আসামি করে ঢাকার ৪র্থ সাব জজের আদালতে দেওয়ানি মোকদ্দমা করেন (মামলা নং- ১১৬/২০০১)।

মামলার আর্জিতে বলা হয়েছে, 'ঢাকার বনানী মডেল টাউন-এ রাজউকের ১০ কাঠার ২টি প্লট (প্লট নং ৩৫ ও ৩৫/এ), তেজগাঁও-এর তেজকুনি পাড়া মৌজায় ১০০ শতাংশ সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পত্তি রেখে আমার বাবা ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ২ ছেলে, ৫ কন্যা এবং ১ স্ত্রী রেখে গেছেন। ১ নং বিবাদী (বর্তমান পীর) বনানীর জমিটি তার নিজ নামে সুপরিকল্পিতভাবে জাল, জালিয়াতির মাধ্যমে একখানা ওরাল গিফট তৈরি করে নিজ নামে জারি করিয়েছেন এবং তেজগাঁয়ের জমিটি'র অংশ বিশেষ মালিক আমার মা। যা তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে পেয়েছেন। কিন্তু চলমান মহানগর জরিপে মায়ের নামে অনেক কম রেকর্ড করিয়েছেন।'

আর্জিতে আরো বলা হয়, 'বনানী এবং তেজকুনি পাড়ার জমিগুলো বর্তমান পীর বিক্রির পাঁয়তারা করছেন। (তেজকুনি পাড়ার জমিটি সাড়ে ৬ কোটি টাকা বিক্রির জন্য খরিদদার ঠিক হয়েছিল)। আতিকা বেগমের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত গত ২৩ এপ্রিল জমির ওপরে নিষেধাজ্ঞা (স্থিতাবস্থা) জারি করেন।

শর্ষিনা স্বাধীন হয়নি

শর্ষিনা পীরের বাড়িতে ১টি করে আলীয়া মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসা এবং হাফিজিয়া মাদ্রাসা আছে যাতে এক হাজারের মত ছাত্র অধ্যয়ন করে। কিন্তু এসব ছাত্রদের সাথে ক্রীতদাসের মত আচরণ করা হয় বলে অভিযোগ আছে। কোনো রকম মত প্রকাশের, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা এদের নেই। লিল্লাহ বোর্ডিং-এর নামে শতাধিক বিঘা জমি আছে, বছরে বিপুল পরিমাণ দান আসে লিল্লাহ বোর্ডিং-এর নামে। কিন্তু তা কুক্ষিগত করে ছাত্রদের খাওয়ানো হয় কলাই ডাল, মিষ্টি কুমড়ার ঝোল এবং পানিকচু।

তারপরও এ মাদ্রাসায় ছাত্ররা পড়তে আসে– কারণ এটা পীরের মাদ্রাসা, খরচ কম এবং পড়াশোনার মান কিছুটা ভালো। শর্ষিনার বর্তমান পীর মোঃ মোহেব্বুল্লাহ সম্পর্কে তার বোন আতিকা বেগমের মূল্যায়ন– 'সে অত্যন্ত লোভী, স্বার্থান্ধ এবং ঠকবাজ।'

শর্ষিনার পীরের সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে জানার জন্য আমরা তার সাথে বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, ৫০ বারের বেশি মোবাইলে ফোন করেছি। ব্যর্থ হয়ে সরাসরি তার বনানীর বাড়িতে গিয়েছি। আমরা নিশ্চিত ছিলাম, তিনি সে সময়ে বাড়ি আছেন কিন্তু তার অনুসারীরা আমাদের বলেছেন তিনি বাড়ি নেই।

যেভাবে জমলো পসরা

বর্তমান পীর সাহেব মোঃ মোহেব্বুল্লাহ'র দাদা মাওলানা নেছার উদ্দিন শর্ষিনার প্রথম পীর। তার বাবা সদরুদ্দিন ছিলো সামান্য গৃহস্থ। '৪৭-এ দেশ বিভাগের আগে মাওলানা নেছার উদ্দিন ভারতের ফুরফুরা

'আমার বাবার স্বাক্ষর নকল করে জাল কাগজপত্র তৈরি করে আমাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে'

পীরের বোন আতিকা বেগম

পীরের অনুমতি নিয়ে মুরিদ করা শুরু করেন। নেছার উদ্দিনের তেমন ধন-সম্পদ ছিল না। ১৯৫২ সালে মৃত্যুর আগে তিনি ২ ছেলেকে ৫ হাজার টাকা এবং ১টি করে নারিকেল গাছ দিয়ে যান। মাওলানা নেছার উদ্দিনের মৃত্যুর পর পীর হন তার ছেলে শাহ্ আবুজাফর মোঃ সালেহ। তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববান এবং উচ্চাভিলাষী। তার সময়ে দিনে দিনে শর্ষিনার ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে, বাড়তে থাকে সম্পদ। ভক্তদের দেয়া দান, সরকার থেকে পাওয়া অর্থ এবং হিন্দুদের কাছ থেকে দখল করা সম্পত্তি নিয়ে শর্ষিনার পীর সহসাই হয়ে ওঠেন কোটিপতি। বর্তমান পীরের ভাগ্নে আবু আদম জানিয়েছেন, 'পীর মেহেব্বুল্লাহ মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য যাদুর আশ্রয় নেন। নিজের হাতের চামরা কেটে তাবিজ ভরেছেন। এছাড়া আরো নানা রকম অনৈতিক যাদুর আশ্রয় নেন যাতে মানুষ দলে দলে তার কাছে হাদিয়া নিয়ে আসে।'

দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে শর্ষিনার পীরেরা তাদের নীতি বার বার পরিবর্তন করেছেন।

প্রথমে মুসলিম লীগের দালালি, তারপর জেনারেল আইয়ুব এবং ইয়াহিয়ার সহচর। এর মধ্যে শেরেবাংলা ক্ষমতায় থাকাকালীন তাঁর সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলেন। '৭৫-এ আওয়ামী লীগ বিদায়ের পর জেনারেল জিয়ার সাথে দহরম-মহরম। সব শেষে স্বৈরশাসক এরশাদের দালালিও করতে পিছপা হননি শর্ষিনার পীরগণ।

ছবি : কামাল হোসেন

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

সুন্দর একটা মন চাই, সুন্দর একটা মন। যার মনে নেই কোনো ছলনা, নেই কোনো চাতুরি, চাই সুন্দর আর পবিত্র মনের মানুষ। যার সাথে ভাগ করে নিতে পারব নিজের সুখ-দুঃখ। এরকম কোনো মনের মানুষের সন্ধানে আছি।– সাইদ, একে ইলেকট্রিক, ল-৫৫, মধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২, ফোন নং : ৮৮১৪৪৭৮/৬০০১৩১।

***

Mahmuda Emu, There is something wrong (serious offence!) Please contact to the following telephone number/address as soon as possible. We must solve all the misunderstanding. I am in serious problem. - Morshed/ Shapnil, 233, Nazrul Islam Hall, BUET, Dhaka-1000, Tel. 018-238705 (on request) (T& T Supported).

***

প্রত্যাশা, প্রবাস থেকে একজনের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য যোগাযোগের সহজ মাধ্যম হিসাবে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের সাহায্য নিতে হল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের উদারমনা, সৎ বিবেকবান মার্জিত স্বভাবের হালকা পাতলা গড়ন, ফর্সা সুন্দরী, বয়স ২০-২৭-এর মধ্যে। এমন একজনের সাথে বন্ধুত্বের মাধ্যমে কিছুটা পরিচিত হয়ে একে অপরকে জেনে শুনে দেখে জীবন সাথী করে নিতে চাই। আবেগ বা চঞ্চলতা, মিথ্যাচার দিয়ে নয়, সত্য ও সুন্দর, রুচিসম্পন্ন শান্ত একটি মন যার আছে এবং যিনি নিজেকে অনেক যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে একটি সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় দিন গুনছেন তিনিই লিখুন। উত্তর অবশ্যই পাবেন।– Afzal Khan (Tipu), Baraki 1-5-12, Ichikawashi, Chibaken. Japan